দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৪.১২.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

0 013

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ চৌদ্দই ডিসেম্বর। বেদনাময় স্মৃতির অশ্রুভেজা দিন—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং হানাদার বাহিনীর সন্ত্রাসের দিন শেষ হয়ে এসেছে। মুক্ত স্বদেশে স্বাধীনতার আলো ছড়িয়ে পড়ার কয়েকটি দিন মাত্র বাকী। চাপা আনন্দ আর উত্তেজনার সেই মহতী মুহূর্তে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে হত্যা করা হলো দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক সাহিত্যিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক এবং দার্শনিককে। আজ তাদের স্মরণ দিবস।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই হত্যা করা হয় দার্শনিক ডক্টর জি সি দেব, অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, রাজনীতিক সাইদুল হাসান, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক আবুল বাশার, সংস্কৃতিসেবী জহিরুল ইস-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৪.১২.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... ৬ ...

ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা

নিজামউদ্দীন আহমদ

সেলিনা পারভীন

অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রশিদুল হাসান

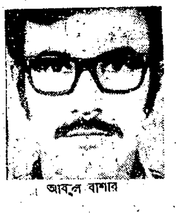

আবুল বাশার

আবুল কালাম আজাদ

অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমদ

এম এ মান্নান (লাডু ভাই)

জহিরুল ইসলাম

ফয়জুল হক মহী

আমরা তাঁদের স্মরণ করি

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ বেদনাবিধুর ১৪ই ডিসেম্বর। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। দেশ মাতৃকার কৃতী সন্তানদের আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে স্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে দেশের এই সুসন্তানদের আত্মবলিদান দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসতে আমাদের অনাগত বংশধরদের অনুপ্রাণিত করবে।

একাত্তরের ডিসেম্বরে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী ও তাদের ঘৃণ্য দোসরদের হাতে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন—এই দিনে জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করে। চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে পাক সেনাবাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে জাতীয় জীবনে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। আলবদর আল-শামসরা স্বাধীনতা ও জনগণের বিজয়কে প্রতিহত করতে চেয়েছিল।

আজ সেই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী। জাতির চেতনায় তারা অমর। কুখ্যাত আলবদর ও আলশামসের সদস্যরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সর্বজন শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, ডাঃ ফজলে রাব্বি, ডাঃ আলীম চৌধুরী, ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজাসহ আরো অনেককে। ঘাতকেরা তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করে।

শহীদুল্লাহ কায়সার

আমরা স্মরণ করি সাহিত্যিক সাংবাদিক ও বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম সংগঠক শহীদুল্লাহ কায়সারকে। দৈনিক সংবাদের যুগ্ম-সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন সাংবাদিকতা ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেরই এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর উপন্যাস 'সারেং বৌ' ও সংশপ্তক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছিল। আলবদর বাহিনী তাঁকে কায়েতটুলীর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি।

মুনীর চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় অধ্যাপক বিদগ্ধ বাগ্মী, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। দখলদার বাহিনীর প্রধান। দখলদার বাহিনীর দোসররা তাঁকে সেন্ট্রাল রোডের বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করে।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সাহিত্যের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। শান্ত বিনম্র ও নিরীহ এই অধ্যাপকও আল বদর এবং আল-শামসদের হাত থেকে রেহাই পাননি।

আনোয়ার পাশা

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে তিনি লিখেছিলেন রাইফেল রোটি আওরাত উপন্যাস। এটি লেখা শেষ হবার আগেই তাকে হত্যা করা হয়। তাঁর লাশ সনাক্ত করা গিয়েছিল অনেক দিন পর। ৭২ সালের ৫ই জানুয়ারী তাঁকে সমাহিত করা হয়।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন ছিলেন মহসিন হলের হাউস টিউটর। ইতিহাস বিভাগের এই শিক্ষককে নরখাদকরা হল থেকে ধরে নিয়েছিল।

সন্তোষ ভট্টাচার্য

বেঁচে থাকতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ছেড়ে যেতে চাননি অধ্যাপক সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য। তাই তাঁকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়—পৃথিবী থেকেই চিরতরে বিদায় নিতে হয়। হত্যাকারীরা নির্বিরোধ এই শিক্ষককেও রেহাই দেয়নি।

রাশীদুল হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও নিহত হন আলবদর বাহিনীর হাতে।

ডাঃ ফজলে রাব্বি

ডাঃ ফজলে রাব্বি ও ডাঃ আলীম চৌধুরী ছিলেন চিকিৎসক সমাজে ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন প্রগতির সপক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও ডাঃ রাব্বি গোপনে চিকিৎসা করতেন মুক্তি যোদ্ধাদের। তাঁর জীবন দীপও নিভেছে আল বদরদের হাতে।

ডাঃ আলীম চৌধুরী

বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরী স্বপ্ন দেখতেন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার। তিনিও প্রাণ দেন দখলদার বাহিনীর দোসরদের হাতে।

ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা

ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চিকিৎসক। চিকিৎসক হলেও তিনি ছিলেন একজন সচেতন প্রগতিশীল লেখক। তিনি এদেশের বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এ জন্যেই স্বাধীনতার শত্রু আলবদররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।